দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ওয়ার্ডবয়ের বিরুদ্ধে উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবার মান একেবারেই তলানিতে ঠেকেছে। জরুরী বিভাগের ওয়ার্ডবয় মাসুমবিল্লাহ বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের কাজের বিনিময়ে টাকা না নিয়ে কাজ না করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে জরুরি বিভাগে কর্মরত ওয়ার্ডবয় পাখি ভ্যান চালকের এক সেলাই দিয়ে ৩শ টাকা নেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাসমিয়া খাতুনের সামনেই স্বীকার করেন বলেন আমাকে ৩ শত টাকা বকশিস দিয়েছেন।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজি আলি আজগার টগর উপজেলার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোন কিছু ঘাটতি রাখেননি। তার এই সুনাম নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময় সুনামধন্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ এতে সাধারণ মানুষের জনমনে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামের নজীর আহাম্মদের ছেলে পাখি ভ্যান চালক শফিকুল ইসলাম ডান হাতের আঙ্গুলে ইনফেকশন হওয়ায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগে গিয়ে কতব্যরত ওয়ার্ডবয় মাসুমবিল্লার সরাপর্ন্য হয়।পরে মাসুমবিল্লা একটা সিলায় দিতে ৪ শত টাকা দাবি করেন। বলেন ৪ শত টাকা না দিলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চলে যান। ভুক্তভোগী শফিকুল ইসলাম দিশেবিষে না পেয়ে ৩ শত টাকা দিয়ে হাতের ক্ষত স্থানে সেলায় দিয়ে নেন।

উল্লেখ্য থাকে দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মাসুমবিল্লাহ দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কাজ করে আসছে।সে এ কাজ করার সুবাধে টাকা ছাড়া কোন কাজ সে করে না। একটা সরকারি সেবা মুলক প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের নিকট টাকা দাবি করা কোনভাবেই বধ্যগম্য নাই এলাকাবাসীর

মন্তব্য।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগে কতব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাসমিয়া খাতুন এমন অভিযোগ পেয়ে মাসুমবিল্লাহকে সাংবাদিকদের সামনে জিগ্যেসা করলে অপকটে স্বাীকার করে বলেন রোগি আমাকে ৩ শত টাকা বকশিস দিয়েছেন। এটা শুনে তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

পাখি ভ্যান চালক শফিকুল ইসলাম বলেন, আমি একজন গরীব মানুষ টাকা না থাকায় সরকারি হাসপাতালে আসি। এখানে এসে আরো বিপদ টাকা ছাড়া কাজ হলো না। আমার হাতে সেলাই দিতে ৪ শত টাকা দাবি করলে আমি ওয়ার্ডবয়কে ৩ শত টাকা দিই। এ কেমন সরকারি হাসপাতাল। এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা হেলেনা আক্তার নিপা টেনিংয়ে থাকা অবস্থায় তার নিকট বার বার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, ভুক্তভোগী লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করলে ওয়ার্ডবয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী লিটনের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী মাইটিভির সিনিয়র রিপোর্টার এসকে লিটন।

আজ বুধবার বিকেলে জীবননগর হাসপাতাল রোডে এসকে লিটনের অফিসে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সিনিয়র সাংবাদিক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে ও চাষী রমজান সঞ্চালনা মতবিনিময় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাফেজ আবু বক্কর।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে এসকে লিটন বলেন, আমি সকল সাংবাদিকদের নিজের ভাই মনে করি। আপনারাও হয়তো তা-ই মনে করেন। আমি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হবো। আমি জীবননগরের উন্নয়নে কাজ করতে চাই। এলাকার জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে চাই। আমার যদি কোনো ভুল থাকে আপনারা ধরিয়ে দেবেন। আপনাদের পরামর্শ থাকলে আপনারা দেবেন।

এসকে লিটন আরও বলেন, আমি সেবা করতে এসেছি, আপনারা পাশে থাকবেন। আমি উপজেলায় নির্বাচন করতে এসেছি জনগণের জন্য আমি মনে করি আমার সঙ্গে থাকলে আপনাদের সম্মান খুণ্ন হবে। আমি আপনাদের সম্মান রাখার চেষ্টা করবো।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি এমআর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জিএ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ বাবু, সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন, সাংবাদিক মতিয়ার রহমান, মানিক, মিথুন, ফেরদৌস ওয়াহিদ, মুতাছিন বিল্লাহ, মাজেদুল মিল্টন, এ আর ডাবলু, রকি, হাকিম, সাকিল প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা প্রাঙ্গনে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক বনভোজন- ২০২৪ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস,

উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মামুনুর রশিদ সহ উপজেলার সকল দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে হারল্যান স্টোরের শুভ উদ্বোধনে ইমন ও অপু বিশ্বাস

জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জীবননগর শহরে হারল্যান স্টোরের শুভ উদ্বোধন করলেন চিত্রনায়ক ইমন ও চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার সময় জীবননগর উপজেলা মার্কেটে ফিতা কেটে এই দোকানের উদ্বোধন করেন তাঁরা। পরে জীবননগর মুক্তমঞ্চে উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে উপস্থিত দর্শকের অনুরোধে ধীরে ধীরে তুমি হলে হৃদয়ের মেহমান গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করেন অপু বিশ্বাস ও ইমন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অপু বিশ্বাস বলেন, স্কিন নিয়ে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ করতে চায় না। আমরা সবাই সুন্দর হতে চায়। অনেকেই নায়ক-নায়িকাদের দেখে তাঁদের মতো হতে চায়। স্কিনের যত্ন নিতে চায়। তবে যেমন-তেমন কসমেটিকস ব্যবহার করলে স্কিনের বিভিন্ন রোগসহ ক্যান্সার হতে পারে। তাই পরীক্ষিত কসমেটিক ব্যবহার করতে হবে। আমি আপনাদের হারল্যানের পণ্য ব্যবহারের পরামর্শ দেব।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান, পৌরসভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, জীবননগর পৌরসভার ৯ নম্বর ওর্যাডের কাউন্সিলর মতিয়ার রহমান,

জীবননগর হারল্যান স্টোরের স্বত্বাধিকারী আশিক প্রমুখ।

দর্শনায় মাদক রাখার অপরাধে তিনজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

দর্শনায় ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা রাখার অপরাধে তিনজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন আল আমীন (১৯) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের জিয়াউলের ছেলে, মেহেদী হাসান২৫) আজিমপুর মসজিদ পাড়ার আশরাফুলজামানের ছেলে। জাহিদুল শাহ(২১) দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল হালিম শাহর ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো:সাইফুল ইসলাম সাইফ। আজ সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ রায় দেন।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের জিয়াউলের ছেলে আল আমীনকে আটক করেন, পরে তার দেহ তল্লাশী করে ২পিচ ইয়াবা ট্যবলেট উদ্ধার করেন, একই দিকে আজিমপুর, মসজিদপাড়ার আশরাফুজ্জামানের ছেলে মেহেদি হাসানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন।

এছাড়াও দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল হালিম শাহর ছেলে জাহিদুল শাহকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ২ পিচ ইয়াবা ট্যবলেট উদ্ধার করেন। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে আল আমিন, মেহেদী হাসান ও জাহিদুল ইসলামকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ও দুইজনকে ৫০ টাকা অর্থ দন্ড ও একজনকে ১ শত টাকা অর্থদন্ড করেন। পরে তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। ভ্রাম্যমান আদালতে সহযোগিতা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও সাহারা ইয়াসমিন।

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ সিসা কারখানায় অভিযান জরিমানা ও উচ্ছেদ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উক্ত গ্রামে হঠাৎ করেই গড়ে উঠেছিলো ব্যাটারি পুড়িয়ে অবৈধ সিসা তৈরি কারখানা।

এই কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় পরিবেশ দুষিত হচ্ছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে গাইবান্ধা জেলার আ: লতিফ নামের একজনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং কারখানাটি উচ্ছেদের আদেশ দেন।

আজ সোমবার বিকাল ৫ টার দিকে অবৈধ সিসা কারখানায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উক্ত ও দোস্ত গ্রামের আঞ্চলিক সড়কের পাশে প্রায় ২/৩ সপ্তাহ আগে উক্ত গ্রামের এরশাদ নামের এক ব্যক্তির জমি ভাড়া নিয়ে বগুড়ার শাহীন নামের এক ব্যক্তি এই সিসা কারখানা গড়ে তুলেছে। কারখানার ভিতর প্রায় ২৫/৩০ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করছে। কেউ ব্যাটারি ভাঙছেন, কেওবা আবার ভাঙা ব্যাটারির প্লেট এক যাগায় স্তুপ করছেন। এসব প্লেট গভীর রাতে আগুনে পুড়িয়ে সিসা তৈর করা হয়। এই কারখানায় কাজ করা শ্রমিক বগুড়া, গাইবান্ধা ও নওগাঁ জেলার বাসিন্দা। স্থানীয় কোন মানুষই এই কারখানায় কাজ করে না। সবাই বাইরের জেলা থেকে এসে এখানে কাজ করছে।

অবৈধ সিসা কারখানায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন আজ বিকালে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে কারখানার ম্যানেজার আ: লতিফকে দন্ডবিধি ১৮৬০ অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা

জরিমানা করেন। সেই সাথে অবৈধ কারখানাটি উচ্ছেদ করেন। এসময় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

দামুড়হুদায় ভ্রাম্যমান আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বিএসটিআই অনুমোদন না থাকায় দামুড়হুদায় তারিণ ফুড বেকারি, মিষ্টি বাড়ি ও ডায়মন্ড মিছরি কারখানায় ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি সজল কুমার দাস।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে প্রতি প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ রায় দেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্র থেকে জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদর ইউনিয়নের দশমীপাড়া ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুইটি বেকারি ও একটি মিছরি তৈরির কারখানায় বিএসটিআই এর অনুমোদন না থাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকরণ এবং পণ্যের মোড়কে বাজারজাতকরণের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ না থাকায় দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত তারিন ফুড প্রোডাক্টসের মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৫ ধারায় ১০ হাজার টাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং ওজনে কম দেওয়ায় দশমীপাড়ায় অবস্থিত মিষ্টি বাড়ি নামক মিষ্টি ও বেকারি পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক আল মামুনকে ও মাহামুদুল হাসান এ্যালেনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৬ ও ৫৩ ধারায় ৪০ হাজার টাকা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিছরি প্রস্তুত করায় দশমীপাড়ায় অবস্থিত এক মিছরি কারখানার মালিক মাহফুজুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫৩ ধারায় ৫হাজার টাকা জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমান আদলতে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, মো: আনিছুর রহমান ও দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও ফ্যান বিতরণ

দামুড়হুদায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের আওতায় উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিকের বেঞ্চ ও ফ্যান বিতরণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১০ টার সময় উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কারিগরী সহায়তায় ও উপজেলা পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার মান উন্নয়ন কল্পে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও ফ্যান বিতরণ করা হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করবেন। আপনাদের কাছ থেকেই তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে এবং আপনাদের কাছ থেকেই তারা ভালো মন্দ সবকিছু শিখবে।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা’র) সহায়তায় অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছা: সাহিদা খাতুন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ, সহকারী প্রধান শিক্ষক জহির রায়হান সোহাগ সহ উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দামুড়হুদা উপজেলার ৬৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০৫ টি বৈদ্যুতিক সিলিং ফ্যান ও ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২৯১ জোড়া প্লাস্টিকের বেঞ্চ বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ১১ টি স্বর্ন বারসহ মহিলা চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ৩২০ গ্রাম ওজনের ১১ টি স্বর্নের বারসহ মোছাঃ তাছলিমা খাতুনকে (২৫) চোরাচালানীকে আটক করে। আটককৃত তাছলিমা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামের রেজাউল করিমের মেয়ে।

রবিবার ৩ মার্চ সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান,পিএসসির নেতৃত্বে,অভিযান চালায় দর্শনার ছয়ঘরিয়া গ্রামে।

এ সময় ৬ বিজিবির সুলতানপুর ক্যাম্পের বিওপি কমান্ডার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৮ হতে আনুমানিক ৪শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছয়ঘরিয়া পাঁকা রাস্তার উপর মসজিদের সামনে এ্যাম্বুশ করে।

পরে বিজিবি একটি ইজিবাইক সীমান্তের দিকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে।ইজিবাইকটি সন্দেহ হলে তল্লাশি শুরু করে।তল্লাশি চলা কালে একজন মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয় পরে তাকে আটক করে। পরে তাছলিমার দেহ তল্লাশি করে ১১ টি স্বর্নের বার উদ্ধার করে।

আটককৃত বার গুলির আনুমানিক বাজার মৃল্যে ১কোটি ৩০ লাখ টাকা।এ

ঘটনায় আটককৃত মহিলা চোরাচালানী তাছলিমা খাতুনের বিরুদ্ধে নায়েক মোঃ দিদার বাদশা বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করেছে।জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন অপরাধের কারনে ৭ প্রতিষ্ঠানের জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা শহরের বড়বাজারে ব্যবসায়ীদের মূল্যতালিকা,ভাউচার না থাকাসহ বিভিন্ন অপরাধে ৭ প্রতিষ্ঠানের স্বত্তাধিকারীকে ২১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বাজার তদারকির সময় এ জরিমানা করেন।

সজল আহম্মেদ জানান,ভোজ্য তেলের নতুন মূল্য কার্যকর ও পবিত্র মাহে রমজানের আগে নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে পেঁয়াজ,সবজি, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স সুমন স্টোরে তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির স্বত্তা¡ধিকারী সাধন সাধু খাকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় ৫ হাজার টাকা, মেসার্স অন্তর স্টোরের স্বত্তাধিকারী অন্তর হোসেনকে একই অপরাধ ও আইনের ধারায় ৩ হাজার টাকা, মেসার্স মুরাদ স্টোরের স্বত্তাধিকারী মুরাদ মুন্সিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার পাশাপাশি মেয়াদোত্তীর্ণ ও মূল্যবিহীন ক্ষতিকর রঙ মেশানো খোলা চিপস বিক্রির অপরাধে একই আইনের ৩৭ ও ৩৮ ধারায় ৪ হাজার টাকা, মেসার্স সুকুমার স্টোরের স্বত্তাধিকারী শুভন কুমারকে একই আইনের ৩৮ ধারায় ৩ হাজার টাকা,মেসার্স মানিক স্টোরের স্বত্তাধিকারী তিজারত মন্ডলকে একই ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরো জানান, পরে কাঁচামালের খুচরা বাজার তদারকি করা হয়।